23

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে হল সমস্যা প্রকট

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ।। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সমস্যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করিতেছে। ৩৩৮২ জন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মাত্র ৬২৫ জন ছাত্র এবং ৭০ জন ছাত্রী আবাসিক সুবিধা পাইতেছে। ইহার মধ্যে সাদ্দাম হোসেন হলে ৪৮৩ জন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান হলে ১৪২ জন এবং কর্মচারীদের একটি কোয়ার্টারে ৭০ জন ছাত্রী অবস্থান করিতেছে। অনিয়ম, অব্যবস্থা ও অপরিচ্ছন্নতার কারণে হলগুলি বাসের অনুপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। এ বিষয়ে একাধিকবার হল প্রভোষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলেও তাহারা এ বিষয়ে কোন গুরুত্ব দেন নাই। এদিকে হলগুলিতে অনাবাসিক ছাত্রদের

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

(৩য় পৃঃ পর)

আগমন দিন দিন বাড়িয়াই যাইতেছে।

গার্ডের সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় প্রায়ই হল হইতে চুরি হইতেছে। সম্প্রতি সাদ্দাম হলের টেলিফোন সেটটি চুরি হইয়া গিয়াছে। উল্লেখ্য, সাদ্দাম হোসেন হলে কোন মসজিদ নাই। হলের কমনরুম মসজিদ হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। কেন্দ্রীয় মসজিদ না থাকায় জুম্মার দিন নামাজ আদায়ে ব্যাপক সমস্যা হইতেছে। হলগুলিতে গেষ্ট রুম না থাকায় অতিথি আপ্যায়নে যথেষ্ট ভোগান্তি হইতেছে।

হলগুলির ডাইনিং কক্ষের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। সাদ্দাম হোসেন হলের ডাইনিং কক্ষের অধিকাংশ টিভি রুম হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় খাদ্য পরিবেশন ও গ্রহণে যথেষ্ট অসুবিধা হইতেছে। হল কর্তৃপক্ষ টেণ্ডারের মাধ্যমে ডাইনিং পরিচালনা না করিয়া ছাত্র সংগঠনের উপর ডাইনিং পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়ার প্রায়ই খাবারের মান খারাপ হইতে দেখা যায়। প্রতি বছর বার্ষিক ভোজ বাবদ হলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে ৬০ টাকা করিয়া আদায় করা হয়। অথচ গত তিন বছরে জিয়া হলে একটি বার্ষিক ভোজ হইলেও সাদ্দাম হলে এখনও পর্যন্ত কোন বার্ষিক ভোজ হয় নাই। উল্লেখ্য, হলগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে কোন সাবসিডি দেওয়া হয় না।

পত্রিকা বাবদ প্রতি বৎসর ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয় তাহার অর্ধেক টাকাও পত্রিকা বাবদ ব্যয় করা হয় না। ছাত্রীহলে মাত্র ২টি পত্রিকা দেওয়া হয়। প্রতি বৎসর বিভিন্ন খাতে আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে ৩৩০ টাকা করিয়া আদায় করা হইলেও তাহার সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণ ব্যবহার হইতেছে না বলিয়া ছাত্র-ছাত্রীরা জানাইয়াছে।